তারিখ 11 MAY 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

দৈনিক
ইত্তেফাক

কারিগরি শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

ইহা সুবিদিত যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের চমকপ্রদ সাফল্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলেরও সপ্রশংস নজর কাড়িয়াছে। আমাদের উদ্বেগের প্রধান যে কারণ সেই দারিদ্র্যের হারও দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে বেকারত্ব কি সেইভাবে কমিয়াছে? তখন মৌনতা অবলম্বন করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। বিশ্বব্যাংকের মতে, প্রতি বৎসর ১৩ লক্ষ মানুষ শ্রমবাজারে যোগ হইতেছেন। আর বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতে, এই সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। তন্মধ্যে কাজ পায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশে বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। যেই তথ্যটি এই উদ্বেগে নূতন মাত্রা যোগ করিয়াছে তাহা হইল, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রতি বৎসর উচ্চশিক্ষা লইয়া শ্রমবাজারে আসা প্রায় অর্ধেকই হয় বেকার থাকিতেছেন অথবা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাইতেছেন না।

২০১৪ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ সাময়িকী ইকোনমিস্ট-এর ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছিল যে বাংলাদেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতকই বেকার। দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র আফগানিস্তানের অবস্থাই ইহার চাইতে শোচনীয়। দেশটিতে এই হার ৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চাকরির বাজারে কারিগরি ও বিশেষায়িত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের চাহিদা বেশ ভালো। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের কণ্ঠেও ইহার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বেকার থাকিলেও কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিয়া কেহ বেকার নাই। পাস করার সাথে সাথে তাহারা চাকরি পান। পাশাপাশি তিনি এমন আশাবাদও ব্যক্ত করিয়াছেন যে দক্ষতা অর্জন করিতে পারিলে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের চাকুরি খুঁজিতে হইবে না, চাকরিই তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবে। কথাটি অযথার্থ নহে। দেশে এবং বিদেশে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির চাহিদা যে ব্যাপক তাহা সুবিদিত। দীর্ঘদিন যাবৎ বলা হইতেছে যে বিদেশে দক্ষ জনশক্তির বেতন-ভাতা এবং মর্যাদাও তুলনামূলকভাবে বেশি। অথচ সেই চাহিদা পূরণের উপযোগী হইয়া উঠিতে হইলে আমাদের যে এখনো দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেশ যখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আগাইয়া যাইতেছে তখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কেন বাড়িতেছে—এই প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক। ইহার জন্য মূলত কাজের বাজারের চাহিদার সহিত শিক্ষাব্যবস্থা সংগতিপূর্ণ না হওয়াটাই যে দায়ী—তাহা লইয়া দেশিবিদেশি গবেষক ও বিশ্লেষকদের মধ্যে তেমন একটা দ্বিমত নাই। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে একের পর এক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের একটি অংশ সেইখানে ব্যয়িত হইতেছে। সেই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতি বৎসর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বহু তরুণ-তরুণী বাহির হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই ডিগ্রি লইয়া তাঁহারা কী করিবেন, কোথায় তাহাদের কর্মসংস্থান হইবে—তাহা লইয়া স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট কোনো জাতীয় পরিকল্পনা আছে বলিয়া তো মনে হয় না। লক্ষ্যহীন এই অনিশ্চিত যাত্রার মধ্যে স্বস্তিকর সংবাদ কেবল এইটুকু যে বিলম্বে হইলেও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের প্রতি সরকারের সুনজর পড়িয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী কারিগরি শিক্ষাকে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখন আমরা কাজেও তাহার যথাযথ প্রতিফলন দেখিতে চাহিব। সেই সাথে আশা করিব যে সরকারের শিক্ষা বিষয়ক সামগ্রিক নীতি এবং পরিকল্পনায়ও ইহার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ও প্রতিফলন ঘটিবে।